কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ

অনিয়মিত কমিটি থাকলেও নিয়োগ-এমপিও চলবে

শরীফুল আলম সুমন ▷

দেশের হাজার হাজার স্কুল-কলেজে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও গভর্নিং বডি (জিবি) নেই। ফলে গত বছর বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রায় ১২ হাজার শিক্ষককে নিয়োগের সুপারিশ করলেও তাঁদের এক-তৃতীয়াংশ এখনো নিয়োগ পাননি। কিন্তু গত রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব সালমা জাহান স্বাক্ষরিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পাঠানো এক চিঠিতে এই জটিলতার অবসান করা হয়েছে। এখন থেকে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরের মাধ্যমে অনিয়মিত কমিটি থাকলেও এনটিআরসিএর সুপারিশকৃত শিক্ষকরা নিয়োগ পাবেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, অ্যাডহক বা বিশেষ কমিটি অথবা কমিটিবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এনটিআরসিএর সুপারিশ করা শিক্ষকদের এমপিওর প্রস্তাবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রতিস্বাক্ষর করতে পারবেন। তবে পরে নিয়মিত কমিটি গঠিত হলে এনটিআরসিএর সুপারিশ করা ওই শিক্ষকদের নিয়োগ অবশ্যই নিয়মিত কমিটি কর্তৃক ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করাতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, এনটিআরসিএ কর্তৃক মনোনীত হয়েও যাঁরা নিয়োগ বা এমপিওভুক্ত হতে পারছিলেন না তাঁরা কয়েক মাস যাবৎ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে একাধিক আবেদন করেন। গত আগস্টে এসব শিক্ষকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত রবিবার এই চিঠি পাঠানো হয়।

জানা যায়, দেশে পাঁচ হাজারের বেশি স্কুল-কলেজে নিয়মিত কমিটি নেই। বিশেষ করে পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে মামলা, দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব, একক কর্তৃত্বের প্রভাবসহ নানা কারণে নিয়মিত কমিটি নেই। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক বা অনিয়মিত কমিটি রয়েছে, যারা কোনো নিয়োগ দিতে পারে না। ফলে অনেক স্কুল-কলেজে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। মামলা কবে শেষ হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। তাই এখন এনটিআরসিএ প্রার্থী বাছাই করছে। ফলে অনিয়মিত কমিটি থাকলেও শিক্ষক নিয়োগে আর কোনো বাধা থাকল না।

মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এনটিআরসিএ থেকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে; কিন্তু অনিয়মিত কমিটির কারণে অনেকে নিয়োগ ও এমপিও পাচ্ছেন না। তাই আমরা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। মন্ত্রণালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরে এখন থেকে এমপিও পাবেন এনটিআরসিএর সুপারিশ করা শিক্ষকরা। আমরা আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসকেও এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। ফলে এমপিওতে এসব শিক্ষকের সমস্যা হবে না।'

মামলা জটিলতায় নিয়োগ পাচ্ছেন না ত্রয়োদশ নিবন্ধনে উত্তীর্ণরা

জানা যায়, প্রথম থেকে ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে আবেদন নিয়ে মেধাতালিকা তৈরি করে গত বছর নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে এনটিআরসিএ। কিন্তু শূন্য পদের ভুল তালিকা, ম্যানেজিং কমিটির জটিলতাসহ নানা কারণে সুপারিশ পাওয়া অনেকেই নিয়োগ পাননি। আবার অনেকেই নিয়োগ পেলেও নানা অজুহাতে এমপিওভুক্ত হতে পারছেন না। স্কুল-কলেজে অনিয়মিত কমিটিই সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে প্রায় দেড় বছর আগে নিয়োগ পেয়েও নানা ভোগান্তিতে ছিলেন শিক্ষকরা।

এদিকে ত্রয়োদশ নিবন্ধনে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এখনো নিয়োগের সুপারিশ না করায় গতকাল রাজধানীর ইস্কাটনে এনটিআরসিএ অফিসের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেন প্রার্থীরা। কর্মসূচি পালনকালে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের ডেকে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এ এম এম আজহার বলেন, 'মামলাসংক্রান্ত জটিলতায় ত্রয়োদশ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। প্রথম থেকে দ্বাদশ নিবন্ধনধারীরা তাঁদের নিয়োগ না দিয়ে ত্রয়োদশ নিবন্ধনধারীদের নিয়োগ দেওয়ায় তা বন্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করায় এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।'

১৪।১০।১৭